সমকাল

তারিখ ..19 MAY 2016.....
পৃষ্ঠা ..৩য়... কলাম...২.........

আন্দোলনে আইসিটির ২ হাজার শিক্ষক

■ কামরান সিদ্দিকী

ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে চালু করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ। কিন্তু শিক্ষার্থীদের আইসিটির জ্ঞানে যারা সমৃদ্ধ করবেন, সেই শিক্ষকরাই এখন শ্রেণীকক্ষ ছেড়ে খোলা আকাশের নিচে। এমপিওভুক্তির দাবিতে সারাদেশে আইসিটি বিষয়ের প্রায় দুই হাজার শিক্ষক আন্দোলনে রয়েছেন। দাবি আদায়ে গতকাল বুধবার তারা শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে স্মারকলিপি দেন।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার মাধ্যমিক পর্যায়ে কম্পিউটার শিক্ষা চালু করে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রতিটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে একজন করে কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু ২০১১ সালের ১৩ নভেম্বর এক পরিপত্রের মাধ্যমে অনুমোদনপ্রাপ্ত বিষয় আইসিটির শিক্ষকদের এমপিও স্থগিত করা হয়।

এমপিওভুক্তির দাবি

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকার ২০১২ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়টি ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে পাঠদান করা হচ্ছে। গত বছরের অক্টোবরে এক পরিপত্রের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে আইসিটি শিক্ষকদের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এমপিও দেওয়ার লক্ষ্যে তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের পর গত বছরের ১২ ডিসেম্বর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এক হাজার ৩৫২ শিক্ষকের একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়। এ ছাড়া মাদ্রাসায় ৫০০ ও কলেজ পর্যায়ে ১০০ শিক্ষক এমপিওর বাইরে রয়েছেন। কিন্তু গত ৪ এপ্রিল এক পরিপত্রের মাধ্যমে মাধ্যমিক পর্যায়ে আইসিটি (আইসিটি/কম্পিউটার) শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রতিষ্ঠান বহন করবে বলে উল্লেখ করা হয়। এ পরিপত্র জারির পর থেকে এমপিওবঞ্চিত প্রায় দুই হাজার শিক্ষক চরম হতাশায় রয়েছেন।

আন্দোলনে শিক্ষকরা : এমপিওভুক্তির দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে দিন-রাত খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করছেন কয়েকশ' শিক্ষক। ১৫ মে থেকে রোদ-বৃষ্টি উপেক্ষা করে পরিবার-পরিজন ছেড়ে ধর্মঘট পালন করছেন তারা। গতকাল ছিল কর্মসূচির চতুর্থ দিন। কর্মসূচি পালন করা অবস্থায় সাতক্ষীরার পলাশপোল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আফতাবুজ্জামান গত মঙ্গলবার বাসচাপায় গুরুতর আহত হন। এর প্রতিবাদে শিক্ষকরা রাস্তা অবরোধ করলে পুলিশ উপস্থিত শিক্ষকদের ওপর জলকামান নিক্ষেপসহ তাদের উচ্ছেদে অভিযান চালায়।

কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া রাজবাড়ীর শিক্ষক আবদুল আওয়াল সমকালকে বলেন, ইসলামের ইতিহাসে অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রি অর্জনের পর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ে বিশেষ শিক্ষা নিয়ে পাঁচ বছর ধরে স্কুলে শিক্ষকতা করছেন তিনি। বাসায় তার স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। সবার মায়া ছেড়ে রুটি-রুজির জন্য তিনি ধর্মঘটে এসেছেন। তার মতো শতাধিক শিক্ষক একইভাবে দিনাতিপাত করছেন।

বাংলাদেশ এমপিওবঞ্চিত আইসিটি শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি মো. আশিকুজ্জামান অভিযোগ করে সমকালকে বলেন, সরকার পরিপত্র জারি করে এমপিওভুক্তি স্থগিত করলেও এর মধ্যে আইসিটি বিষয়ে এমপিওভুক্তির একাধিক তথ্যপ্রমাণ তাদের কাছে রয়েছে। আন্দোলন করতে গিয়ে তাদের একাধিক শিক্ষক অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে জানান তিনি।

মন্ত্রণালয়ে স্মারকলিপি : এদিকে, দাবি আদায়ে গতকাল শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে এমপিওবঞ্চিত আইসিটি শিক্ষক সংগঠন। সংগঠনের সভাপতি আশিকুজ্জামানের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল মন্ত্রণালয়ে এ স্মারকলিপি দেয়। এ বিষয়ে আশিকুজ্জামান বলেন, শিক্ষামন্ত্রী তাদের বলেছেন, 'তার কাছে কোনো ফাইল আটকে থাকে না। আইসিটি শিক্ষকদের এমপিও-সংক্রান্ত কোনো ফাইল এখনও তিনি হাতে পাননি। তা ছাড়া সরকারের টাকায় শিক্ষকদের বেতন দিতে তার কোনো আপত্তি নেই। তবে এ জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অর্থ মন্ত্রণালয়ের ওপর নির্ভর করতে হয়।'

আইসিটি শিক্ষকদের এমপিও বিষয়ে মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন সমকালকে বলেন, আইসিটি শিক্ষকদের যারা এখনও এমপিওবঞ্চিত, তাদের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সংশ্লেষবিষয়ক তথ্য তৈরি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। এখন বাকি বিষয় মন্ত্রণালয় দেখবে।